তারিখ ... 2·9 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

যুগান্তর

# চার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর ধরে অস্থায়ী ভিসি

## ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের লংঘন

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের প্রধান চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তিনবছর ধরে চলছে অস্থায়ী ভিসি দিয়ে। এগুলো হচ্ছে— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ বলে চলছে। ওই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ সিনেটে নির্বাচিত একটি প্যানেল থেকে ভিসি নিয়োজিত হওয়ার কথা। কিন্তু চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতেও বর্তমানে নির্বাচিত ভিসি নেই। আইন অনুযায়ী ভিসির মেয়াদ চার বছর। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ অনির্বাচিতভাবেই পার করে দিলেন তিন বছর।

শিক্ষকদের ম্যাগনাকার্টা হিসেবে পরিচিত ১৯৭৩ সালের এই অধ্যাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের একাডেমিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতার দলিল এই আইন। আর এ কারণে যখনই এই আইন পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিলের উদ্যোগ উঠেছে, তখনই শিক্ষক ভিসি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

## ভিসি ৩ বছর ধরে অস্থায়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাজ সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আইনটি রক্ষায়। বছর বছর শিক্ষক সমিতিসহ ডিন, একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট, ফাইনান্স কমিটির বিভিন্ন নির্বাচনে শিক্ষকদের সংগঠন নীল ও সাদারা আইনটি সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারও করেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে গণতন্ত্র চর্চা হলেও ভিসি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। অধ্যাদেশের ১১(১) ধারা মতে, ভিসি নির্বাচন আর ১১(২) ধারায় বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে চ্যান্সেলরের ভিসি নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অধ্যাদেশের সেই ধারা উপেক্ষিত।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বা স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে সাধারণত সরকারগুলো তটস্থ থাকে। আইন বা অধ্যাদেশবিরোধী হলেও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারগুলোকে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায় কমই। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা এ নিয়ে অনানুষ্ঠানিক অনেক কথা বললেও আনুষ্ঠানিকভাবে কেউই কিছু বলতে চান না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত দু'কর্তাব্যক্তির কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বলেন, যে অধ্যাদেশের জন্য শিক্ষকরা সব সময়ে গর্ববোধ করেন, সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় চলবে— এটাই তারা চান। বিগত ৩ বছর বিশেষ করে ভিসি প্যানেলের ক্ষেত্রে তা না হওয়ায় সরকারও বিব্রত। এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে ভিসিদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা কথাও বলেছেন বলে তারা যুগান্তরকে জানান।

ওই ৪টি বাদে দেশে অবস্থিত মোট ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি ৩১টির প্রত্যেকটি নিজ নিজ (আলাদা) আইনে চলছে। ওইগুলোর গঠন কাঠামো অনুযায়ী দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষকদের মধ্য থেকে চ্যান্সেলর ভিসি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কেবল বড় চারটিতে সিনেটে নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ পাবে। জানা গেছে, আইনটি প্রণীত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আইনটি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি অনীহা পরিলক্ষিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে নির্বাচিত ভিসি ছিলেন। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগরে বিগত বিএনপি জোট সরকারের আমলে নির্বাচিত ভিসি ছিল, যদিও ওই সরকার ক্ষমতায় এসেই ১৮৯৭ সালের ঔপনিবেশিক আমলের জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট আরোপ করে তখন নির্বাচিত ভিসিদের সরিয়ে দেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন পর্যন্ত আইনের ১১(১) ধারাটি বাস্তবায়ন হয়নি। ১১(২) ধারা বলে অস্থায়ী ভিসিই সেখানে ভরসা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ আইনে প্রাপ্ত স্বায়ত্তশাসনে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে বড় চারটি যে অধ্যাদেশ বলে চলছে, সেটা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যথাযথভাবে চলবে এবং সবক্ষেত্রে মান্য করা হবে বলে তার প্রত্যাশা। তিনি মনে করেন, সিনেটে প্যানেলের মাধ্যমে ভিসি নির্বাচিত হওয়া উচিত। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-দু'বার নির্বাচিত ভিসি ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ উচ্চকিত করার পক্ষে। আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হোক এবং সিনেটে নির্বাচনের মাধ্যমেই ভিসি নিয়োজিত হওয়া উচিত। তবে স্বায়ত্তশাসন থাকায় ইউজিসির পক্ষ থেকে তারা এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিতে পারেন না। এ ব্যাপারে সিনেটগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে।

**কেন নির্বাচন নয় :** বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিনেটে ভিসি প্যানেল নির্বাচিত না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসিদের জনপ্রিয়তায় ধস। কোথাও কোথাও অবশ্য আইনি ঝামেলা রয়েছে। তবে তা নিরসনের উদ্যোগ নেই। এর পেছনেও ভিসিদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয়তা হ্রাসের বাইরে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের অভাবকে দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্টরা। অনেকে বলছেন, যাদের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সিনেটে প্যানেল ও নির্বাচন হলে যোগ্যতর শিক্ষকরা নির্বাচিত হয়ে যেতে পারেন। এটাও সিনেটে প্যানেল না দেয়ার আরেকটি কারণ, বলে জানিয়েছেন বেশকিছু শিক্ষক।

**কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কী দশা :** ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সরকারগুলোই ভিসি নিয়োগ দিত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ পাসের পরের বছর ১১(২) ধারা বলে তৎকালীন চ্যান্সেলর অস্থায়ী ভিত্তিতে ভিসি নিয়োগ দেন। এরপর অবশ্য সিনেট প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী করে নেয়া হয় সেই ভিসিকে। জানা গেছে, পরবর্তী রাজনৈতিক নানা চড়াই-উৎরাইয়ের পরও একইভাবে ভিসিরা নির্বাচিত হন।

২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর ওই বছরের ১৩ নভেম্বর ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের ঔপনিবেশিক আমলের আইন বলে অপসারণ করে। এরপর তাদের স্থলে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়, তারা ছিলেন অনির্বাচিত; যদিও পরবর্তীতে সেখানে সিনেটের মাধ্যমে প্যানেলে নির্বাচন করেই ভিসি দেয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জোট আমলের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এরপর অস্থায়ী ভিসি হিসেবে ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক নিয়োগ পান। তৎকালীন চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তাকে ১১(২) ধারা অনুযায়ী নিয়োগ দেন। তিনি দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৭ জানুয়ারি। এরপর তিন বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত সিনেটে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হননি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ নিয়ে বর্তমান প্রশাসনের কোন গরজও নেই। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক সমিতি, বিএনপিপন্থী সাদা দল এমনকি আওয়ামী লীগপন্থী নীল দল পর্যন্ত নির্বাচনের দাবি তুলেছে। জানা গেছে, অন্যান্য দাবির পাশাপাশি এই একই দাবিতে আগামীকাল শিক্ষক সমিতির সভা ডাকা হয়েছে। নীল-সাদারা এ নিয়ে একাট্টা হয়েছেন। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনের কাছে জানতে চাইলে বলেন, বর্তমান প্রশাসনের আমলে সিন্ডিকেট, ডিনসহ অন্যান্য নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু বিগত সিনেট অধিবেশনসহ বিভিন্ন ফোরামে ভিসি প্যানেল নিয়ে নির্বাচনের দাবি ওঠার পরও তা এখনও হয়নি। এটা ৭৩-এর অধ্যাদেশের মূল স্পিরিট নয়। তিনি বলেন, বিএনপির আমলে ভিসি প্যানেল নিয়ে অধ্যাদেশের লংঘন হয়েছে। তখন আমরা কথা বলেছি। বর্তমান ভিসিও এই আইন 'আপহোল্ড' করার ক্ষেত্রে সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। সুতরাং বিএনপির আমলে যা হয়েছে, তা এখন চললে আর পার্থক্য থাকে না।

সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অহিদুজ্জামান বলেন, নীল এবং সাদা উভয় দলই এই আইন সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করে থাকে বিভিন্ন নির্বাচনে। তারাও এবার এই অঙ্গীকার করেছেন সাধারণ শিক্ষকদের কাছে। সুতরাং ভিসি প্যানেলসহ সর্বক্ষেত্রে আইন বাস্তবায়ন চান তারা। সাধারণ সভায় কোনো শিক্ষক এ নিয়ে কথা তুললে তারা সেটা শুনতে বাধ্য বলে জানান তিনি। সাদা দলের আহ্বায়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন বলেন, তারা সব সময়ই আইনের বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলে আসছেন। সর্বশেষ গুরুবারও বলেছেন বলে জানান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সুবিধামতো অনুসরণ করছে। ভিসি প্যানেল নাই তিনবছর। ফার্মেসি অনুষদের ডিন চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। তারা নির্বাচন চেয়েও পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের আদেশবিরোধী কোনও কিছু তারা মানবেন না। শিক্ষক সমিতির সভায় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা উঠতে পারে বলে তিনি আভাস দেন। এ ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইনের ১১(১) ধারাটি বহু দিন ধরে কার্যকর নেই। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫ বছরে কোনো ভিসিই নির্বাচিত হননি। এ পর্যন্ত যারা দায়িত্ব পালন করেছেন সবাই অনির্বাচিত। বর্তমান সরকারের আমলে ১১(২) ধারা বলে ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পান। তিনি ২৮ নভেম্বর মারা যান। এরপর প্রায় ৯ মাস পদটি শূন্য ছিল। অবশ্য প্রোভিসি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বিগত ৬ মাস আগে অস্থায়ী ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান অধ্যাপক ড. আরিফ। তিনি যুগান্তরকে জানান, শুধু চট্টগ্রাম নয়, বর্তমানে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই নির্বাচিত ভিসি নেই। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটে প্যানেল হওয়ার পেছনে ২৫ বছর ধরে রেজিস্টার গ্রাজুয়েট নির্বাচন না হওয়াকে দায়ী করে তিনি বলেন, তিনি বিভিন্ন বাধা দূর করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক শরীফ এনামুল হকও একজন অনির্বাচিত ভিসি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুযায়ী প্রথম ১৯৮৪ সালে ১১(১) ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত ভিসি হন অধ্যাপক আবদাল্লুর রহমান। তারপর ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৪, ২০০১ এবং ২০০৪ সালে নির্বাচিত ভিসি ছিলেন। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক মুস্তাহিদুর রহমান দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তখন ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলে ২০০৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৪ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেন বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির। এ ব্যাপারে গত কয়েকদিন তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৩-এর আইন অনুযায়ী ভিসি নিয়োগে কোন কোন সময় ১১(১) ধারা আবার কোন কোন সময় ১১(২) ধারা অনুসৃত হতে দেখা যায়। সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ভিসি দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আওয়ামী লীগ, চারদলীয় জোট এবং বর্তমান আওয়ামী সরকারের ১৭ বছরে নির্বাচিত ভিসি ছিলেন না। সবাই ১১(২) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেউই পরবর্তীতে নির্বাচিত হননি। সর্বশেষ ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপক ড. আবদুস সোবহানকে ভিসি হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। ২০০৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি দায়িত্ব নেন। প্রায় দুই বছর পার হয়ে গেলেও এখনও সিনেটে ভিসি প্যানেল নির্বাচন হয়নি।